শ্রী রামচন্দ্র মিশন
ইকোজ ইন্ডিয়া

সেপ্টেম্বর 2008 | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | পঞ্চম সংখ্যা

প্রিয় ভাই বোনেরা,

লখনৌতে সদ্য সমাপ্ত গুরুদেবের অভূতপূর্ব জন্মদিন উদযাপন নিশ্চই আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় আজও সতত ভাস্বর, যার অভিব্যক্তি নৈর্ব্যক্তিক।

বিভিন্ন কেন্দ্রে গুরুদেবের ভ্রমণ, মীরাট আশ্রমের উদ্‌ঘাটন, ভাণ্ডারার বিবরণী ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির ও মুক্ত আলোচনা চক্রের উল্লেখ এই সংখ্যার মুখ্য বিষয়।

SRCM ও ইউনাইটেড নেশন্‌স এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের আশ্রমে গুরুত্ব সহকারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আগামী নভেম্বর সংখ্যার জন্য লেখা ও সংবাদ পাঠানোর শেষ তারিখ ১০ অক্টোবর ২০০৮। লেখা অবশ্যই ZIC বা CIC র মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

ইকোজ ইন্ডিয়া সংবাদপত্র গোষ্ঠি

লখনৌতে পূজ্য গুরুদেবের ৮১ তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

২০ জুলাই। গুরুদেব কলকাতা সকাশে সন্ধ্যায় লখনৌ পদার্পনের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের বাতাবরণ রচনা হয়ে গেল। বিশ্বের নানা দেশ থেকে প্রায় ৪২০০ অভ্যাসী লখনৌ আশ্রমে সমবেত হন। লখনৌ থেকে ২৫ কিমি দূরে হরদৈ বাইপাসের উপর এবং IIMএর নিকটে আশ্রম অবস্থিত।

২৩ জুলাই সৎসঙ্গ এর পর নিউ দিল্লীর ইউ-এন সংস্থার শ্রীরাজীবচন্দ্রন ভাষণ দেন। শান্তি, সমতা বজায় রাখা ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় বিশেষ করে নারীজাতির কল্যাণের জন্য UN তাদের মাইলেনিয়াম ডেভেলপমেণ্ট গোলের (UNMDU) কি কর্মসূচী নিয়েছে তা তিনি ব্যক্ত করেন।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন জাতি, ধর্ম ও ভাষার বিভিন্নতার বাঁধন ভেঙে বিশ্বের মানবহৃদয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলছে, সে বিষয়ে গুরুদেব এক মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন।

গুরুদেব বলেন, নারী কল্যাণ একমাত্র প্রেমের মাধ্যমে সম্ভব, "তাঁদের ভালোবাসো, সম্মান করো, সুরক্ষিত করো।" তিনি বলেন, ভারতবর্ষে নারীর মর্যাদা রাজরাণী তুল্য, যদিও তাঁরা জনসমক্ষে স্বামীর কয়েক পা পেছনে হেঁটে চলে!

২৪ জুলাই অনুষ্ঠান শুরু হয় সেনাবাহিনীর ব্যাগপাইপার বাদনে। গুরুদেব ধ্যান কক্ষে পদার্পণ করতেই জন্মদিনের শুভকামনা সংগীত বাদ্যযন্ত্রে পরিবেশিত হয়। সকালের সৎসঙ্গ-এর পর ১১ টি বিবাহ সম্পন্ন হয়। ভক্তিমূলক, ভজন, গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে গুরুদেবের প্রতি প্রেম তুলে ধরা হয়।

ধ্যানকক্ষে মঞ্চের পেছনের পর্দায় বাবুজী ও চারিজীর ছবির কোলাজ "চিরকালের চিরসাথী"র ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলে। তিনদিনের অনুষ্ঠানে ৩৬ টি বিবাহ সম্পন্ন হয়, যার মধ্যে ৯ জন বিদেশ থেকে আগত। গুরুদেব অনেক বই, CD ও DVD প্রকাশ করেন। 'হি, দ্য হুক্কা এন্ড আই'-এর পর 'দ্য হাব্‌ল, বাব্‌ল' শিরোনামে ৫টি DVD র সংকলন প্রকাশিত হয়। বর্ষার জন্য সবরকম ব্যবস্থা জল নিরোধক করা হয়েছিল, ফলে অভ্যাসীরা সর্বত্র সুরক্ষিত ছিল। গুরুদেব সংগঠক ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিরন্তর পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাদের এ হেন প্রয়াস উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করে। স্বেচ্ছাসেবীরা অভ্যাসীদের থাকার ব্যবস্থা, সুরক্ষা, পরিবহন, জুতারাখার ব্যবস্থা, নিকাশী ব্যবস্থা, চিকিৎসা, বিবাহ পরিসেবা, ক্যণ্টিন, রান্নার ব্যবস্থা, সহায়তা, শিশুকেন্দ্র, জল সরবরাহ প্রভৃতি সবরকম পরিসেবা তত্ত্বাবধান করেন। সেখানে ব্যাঙ্ক ও ইণ্টারনেট ব্যবস্থাও রাখা ছিল।

দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বিশ্বের নানা দেশের মিশনের ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহকদের সঙ্গে কাজের পর্যালোচনায় গুরুদেব ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়া মিশনের মূল কার্যনির্বাহী সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী নিয়েও আলোচনা করেন।

২৫ জুলাই সকালের সৎসঙ্গ এর পর উৎসব শেষ হয়। গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ভক্তিমূলক গান পরিবেশনা ও মিশনের সচিব ভ্রাঃ ইউ.এস. বাজপেয়ীর শুভেচ্ছা সম্বলিত ভাষণের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

গুরুদেবের সফর — জুন থেকে আগষ্ট ২০০৮

বাঙ্গালুরু —

১৫ জুন ২০০৮। দীর্ঘ দুমাসের ইউরোপ সফর শেষ করে গুরুদেব দুবাই থেকে বাঙ্গালুরু পৌঁছান। বাঙ্গালুরু ও তার নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে বহু অভ্যাসী গুরুদেবকে স্বাগত জানাতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জমায়েত হন।

গুরুদেব নির্মানরত লালাজী নিলয়ম ধ্যান কেন্দ্রে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন (তিনি এই কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে 'পরম ধাম' নামকরণ করেন)। বাঙ্গালুরুর পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে অভ্যাসীদের সুবিধার্থে আরও তিনটি আশ্রমের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি স্ব-নিয়মানুবর্তীতার গুরুত্বের কথা বলেন। 'হি, দ্য হুক্কা এন্ড আই'-এর দ্বিতীয় ভাগ ঃ দ্য হাব্‌ল বাব্‌ল, ডিভিডির আশু প্রকাশের কথা তিনি ব্যক্ত করেন।

২০ জুন থেকে ২৬ জুন গুরুদেব CREST এ থাকেন এবং কর্ণাটকের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রচুর অভ্যাসী সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। গুরুদেব SMSF গ্রন্থাগারের সদস্য কার্ড উদঘাটন করেন, যা যেকোনও SMSF গ্রন্থাগারে গ্রহণযোগ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এসব গ্রন্থাগারে যে সকল বই থাকবে তা মূলতঃ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার উপর বিশদ জ্ঞান অর্জন ও আলোকপাতের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

ফ্রান্স থেকে আনা ২৫০ কেজির এক সুবৃহৎ ঘণ্টা CREST এ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব খুঁটিনাটি বিষয় গুরুদেব জেনে নেন এবং তা উদ্‌ঘাটন করে প্রীত হন। সড়ক যোগে চেন্নাই যাবার পথে ২৮ জুন তিনি নাট্রামপল্লিতে রাতে অবস্থান করেন।

প্রায় আড়াই মাস পর চেন্নাইতে প্রিয়তম গুরুদেবকে স্বাগত জানাতে বিপুল সংখ্যক অভ্যাসী সমবেত হন। সড়ক যাত্রার ধকল সত্বেও গুরুদেব কটেজে প্রবেশের আগে অভ্যাসীদের সঙ্গে কিছু সময় অতিবাহিত করেন।

৬ জুলাই সকালে সৎসঙ্গ -এর পর গুরুদেব 'হি দ্য হুক্কা এন্ড আই'-এর তামিল অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি সবসময় অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার সময় বের করে নেন এবং সুবিধামত লালাজী মেমোরিয়াল ওমেগা ইণ্টারন্যাশনাল স্কুল পরিদর্শন করেন। তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো করে পড়াশোনা করতে বলেন যাতে স্কুলের প্রথম ব্যাচ পরীক্ষায় এক নজীর সৃষ্টি করতে পারে।

▲ Bangalore

▲ Naukuchiatal

▲ Chennai

▲ Satkhol

▲ Shahjahanpur

▲ Satkhol

▲ Ghaziabad

১৪ জুলাই গুরুদেব কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন। দেশ-বিদেশের অনেক অভ্যাসী ১৮ জুলাই গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য সেখানে আসেন। ২০ জুলাই লখনৌ উৎসবে যোগ দেবার জন্য তিনি কলকাতা থেকে রওনা হন।

লখনৌ উৎসব শেষে গুরুদেব সড়ক যোগে ২৮ জুলাই সাহজাহানপুর পৌঁছান। সেখানে তিনি বাবুজীর গৃহ পরিদর্শন করেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি সেখানকার আশ্রমে যান এবং উপস্থিত অভ্যাসীদের নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর রুদ্রপুর রওনা হওয়ার আগে তিনি কিছু সময় অভ্যাসীদের সঙ্গে অতিবাহিত করেন।

২৯ জুলাই বেলা ৩ টা ৩০ মিনিটে তিনি সৎকোল পৌঁছান, যাবার পথে কিছু সময় নৌকুচিতালে ব্যয় করেন।

৩০ জুলাই তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন, এবং এক অভ্যাসী ভাইয়ের অপূর্ব সংগীত পরিবেশনা উপভোগ করেন। এ ছিল তাঁর সংক্ষিপ্ত সৎকোল সফর। এরপর তিনি মীরাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন, এবং যাবার

মীরাট আশ্রমের উদঘাটন

৯ আগষ্ট ২০০৮। সৎকোল থেকে দিল্লী আসার পথে গুরুদেব গুটিকতক সফরসঙ্গী সহ মীরাট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। মোরাদাবাদে প্রাতঃরাশ শেষ করে সোজা তিনি মীরাট আশ্রমে যান এবং সেখানে ধ্যান কক্ষ ও গুরুদেবের কুটিরের উদঘাটন করেন। ফিতা কাটার পর তিনি উদঘাটন প্রস্তরফলক উন্মোচন করেন এবং এই নতুন আশ্রম বাবুজী মহারাজের নামে উৎসর্গ করেন। গুরুদেব সেখানে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং ১৫০০ জমায়েত অভ্যাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি কৌতুক ছলে বলেন, রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর জায়গা এই মীরাট। তিনি অসুর পরিবারের হওয়া সত্বেও একজন ভালো নারী ছিলেন। তাঁর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল —

— আমাদের উচিত নীরবতা বজায় রাখা, তাতে অন্তর্দ্বন্দ হ্রাস পাবে।
— ভিতর বা বাহিরের যেকোনও একটা গড়ে তোলো — দুটো গড়ে তোলা সম্ভব নয়।
— কি করা উচিত নয়, অন্তত সে ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
— সৎপথের উপার্জন ও পরিবারের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরী।

গুরুদেব আরও বলেন যে, অভ্যাসীদের উচিত নামের শেষে জাত পরিচায়ক উপাধি বর্জন করা। আইননুগ ভাবে করে তা তাঁকে জানানো উচিত। একসময় বাবুজী মহারাজ তাঁর নামের শেষে উপাধি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গুরুদেব দুপুরবেলা সড়ক যোগে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হন।

নতুন প্রকাশনা

ওাবল, বাব্‌ল

এ হল এবছরের বিশেষ প্রকাশনা। গুরুদেব 'হি, দ্য হুক্কা এন্ড আই '-এর ধারাবাহিকতারভাষণ সমূহ এতে সমৃদ্ধ। গুরুদেব বলেছেন, "সব অভ্যাসীদের কাছে আমার আবেদন যে বিজনতার আহ্বানে সাড়া দাও। বিজনতা আমাদের জন্য অপেক্ষমান। যেখানে কিছু নেই সেখানে দেখার কিছু নেই, লালনের কিছু নেই , আকাংখার কিছু নেই, হারানোরও কিছু নেই। যতক্ষণ আমরা সেই ডাকে সাড়া না দেবো ততক্ষণ দাড়ি দাড়িই থাকবে, হুক্কা হুক্কাই থেকে যাবে। ধোঁয়া ধোঁয়াই থাকবে। কিন্তু আমাদের কাছে তা হতে হবে হাব্‌ল বাব্‌ল।"

পাঁচ ডিভিডির সংকলনের সংগে একটা বই আছে যাতে ভাষণগুলো নথিবদ্ধ রয়েছে। পুরো সংকলন এক সুন্দর প্যাকিংএ পরিবেশিত।

জুলাই ২০০৮ ডিভিডি সেট

২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ভ্রাদস-ডেনমার্ক, চেন্নাই, বাঙ্গালুরু এবং তিরুপুরে প্রদত্ত গুরুদেবের ভাষণের এক মূল্যবান সম্ভার।

হিন্দি প্রকাশনা

গুরুদেবের ভাষণ সম্বলিত দুটো সিডি লখনৌ উৎসবে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত গুরুদেবের হিন্দিতে প্রদত্ত ১৪টি ভাষণ প্রথম খণ্ডে রয়েছে। প্রেম হি ঈশ্বর হ্যায়(প্রেমই ঈশ্বর) নামঙ্কিত একটি ভিডিও সিডিতে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত গাজিয়াবাদ, কোটা, বেহাজ এবং ইন্দোরে প্রদত্ত ভাষণ রেকর্ড করা আছে।

মাষ্টারস্ চয়েস

আমাদের অভ্যাসী ভাই বোনের কণ্ঠে গুরুদেবের পছন্দমত কিছু গান দুটো সিডিতে রয়েছে।

হার্ট স্পিক ২০০৭

২০০৭ এ দেশে-বিদেশে প্রদত্ত গুরুদেবের সব ভাষণ এই বইতে নথীবদ্ধ। এছাড়া ২০০৬ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে গুরুদেব ও অভ্যাসীদের মধ্যে সাধারণ কথপোকথনের অমূল্য সংগ্রহ বইয়ের এক অংশে সংযোজন করা হয়েছে।

উত্তরখন্ড ঃ VBSE এর জন্য প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

উত্তরখন্ড থেকে ৭০ জন এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ৯ জন অভ্যাসী এই প্রশিক্ষণে যোগ দেন। ২৮-২৯ জুন ২০০৮ এ দেরাদুনে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরাখন্ডের ZIC ভ্রাঃ এম.এস মিত্তাল — অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানান। ডঃ নীরা রঘুবংশী VBSE-র প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাত করেন এবং SMRTI সংকলিত VBSE শিক্ষক সহায়িকার উল্লেখ করেন।

দেরাদুন কেন্দ্রের ভ্রাঃ আর. এস. চৌহান বলেন যে, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে স্কুলগুলোতে VBSE পাঠ্যক্রমের অনুমোদন দিয়েছেন তাই অভ্যাসীদের মধ্যে থেকে প্রশিক্ষক তৈরীর প্রয়োজন জরুরী হয়ে উঠেছে।

ভগিনী চন্দ্রকান্তা ও প্রীতি - তাদের পরিবেশনায় কিভাবে VBSE ক্লাসে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে তাঁরা নানা ধরণের গল্প, উদাহরণ ও বিভিন্ন কার্যক্রমের উল্লেখ করেন। ভ্রাঃ জি.ডি সারিন এবং রমেশ ডালাকোটিও প্রশিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন।

চা-বিরতির পর চারটি দল গড়ে এক দল ভিত্তিক কার্যসূচী শুরু হয়।

দল ১ - যেসব স্বেচ্ছাসেবীরা VBSE প্রশিক্ষণ দিতে ইচ্ছুক তারা এই দলের অন্তর্গত।

দল ২ - যেসব স্বেচ্ছাসেবকদের VBSE র বিষয়ে শিক্ষকদের সংগে কথা বলতে হয় তারা এই দলে।

দল ৩ - যেসব স্বেচ্ছাসেবীরা VBSE র শিক্ষকদের ও অভ্যাসীদের প্রশিক্ষণ দেবে তারা এই দলের অন্তর্গত।

দল ৪ - যারা বিভিন্ন সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের সংগে নিয়মিতভাবে VBSE বিষয়ে আলোচনা করবেন তারা এই দলে।

এই দলগুলো থেকে একজন করে অভ্যাসীকে বিচারকমন্ডলীর সামনে কিছু সময় তার কাজের ভূমিকার কতক নমুনা উপস্থাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

উত্তরখন্ডের ZIC ভ্রাঃ এম.এস.মিত্তাল সব প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, গুরুদেবের ইচ্ছানুযায়ী সকলে এই VBSE-র কাজকর্মকে আরও এগিয়ে নিয়ে এাবে।

প্রবন্ধ রচনা

শ্রীরামচন্দ্র মিশন একটি বেসরকারি সংগঠন (NGO) যা ইউনাইটেড নেশনস এর জনস্বার্থ প্রচার বিভাগের সংগে ২০০৫ ডিসেম্বর থেকে যুক্ত। বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে ইউনাইটেড নেশনস এর নানাবিধ কাজকর্মের বার্তা জনমানসে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে আমরা তাদের সংগে আবদ্ধ।

১২ আগষ্ট ইউনাইটেড নেশনস এর আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালন করার জন্য এক সারা ভারত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে, যা SRCM এর তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন স্কুল কলেজে অনুষ্ঠিত হবে।

বড়দের জন্য (১৭-২৪ বছর) প্রবন্ধের বিষয়। "আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস একজনের চরিত্র নির্মান করে দিতে সক্ষম।" আর ছোটদের জন্য (১০-১৬ বছর) বিষয় হল "সত্যই সাহস"।

প্রবন্ধ রচনার শেষ দিন ৩১ আগষ্ট।

গুলবার্গা, কর্ণাটক

৬ জুলাই ২০০৮। গুলবার্গা আশ্রমে গুরুদেবের কটেজের সামনের জমিতে অভ্যাসীর বাচ্চাদের মধ্যে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল ঃ "সহজমার্গে যোগদানের পর শিশুরা তাদের মা-বাবা ও আত্মীয়দের মধ্যে কি ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করে।" বিভিন্ন বয়সের ১১ জন শিশু প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। খুব ছোট করে এই কার্যসূচীর শুরু এবং এরপর আঁকা প্রতিযোগিতার পরিকল্পনাও করা হয়।

নানজানগার্দ, কর্ণাটক

মাইশোরের নিকটবর্তী মন্দির নগরী নানজানগাদের অভ্যাসীরা এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যখন তারা সর্বভারতীয় প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য শহরের বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন করেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হল— ১৩ টি স্কুল থেকে ১০৫ জন ছাত্র ১৩ জুলাই ২০০৮-এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। স্থানীয় অভ্যাসীদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষক তাঁরা অংশগ্রহণকারীদের ও বিজেতাদের মিশনের বই পুরস্কার হিসেবে তাদের নিজ নিজ স্কুলে প্রদান করেন।

"আমি মিশনের প্রগতিতে কিভাবে সাহায্য করতে পারি ?"

১০ আগষ্ট ২০০৮ এ ইন্দোর কেন্দ্রের অভ্যাসীদের মধ্যে এই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি লখনৌ উৎসবে তাদের ১২৫ জন উপস্থিতি এবং উৎসাহভরে বিতর্কে যোগদান লক্ষণীয়।

"প্রগতির' - প্রকৃত অর্থ কি ? সংখ্যা বৃদ্ধির থেকেও বড় কথা হল, অভ্যাসীর আত্মিক উন্নতি তথা পরিবর্তন। স্বেচ্ছাসেবী কাজের মাধ্যমে আমরা উন্নতি করতে পারি। "কেন্দ্র"- কথার অর্থ তখন স্থানীয় পরিধির থেকে বিশ্বজনীন পর্যায়ে উন্নিত হয় এবং তা আমাদের প্রগতির সংগে সংগে।

সবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছিল যে, "আমাদের প্রথম কাজ

হল তাঁকে সহযোগিতা করা। আমাদের মানবীয় বুদ্ধি দিয়ে কখনোই আমাদের প্রতি তাঁর কাজে যেন বাধা সৃষ্টি না করি এবং আমাদের প্রগতির স্বার্থে শর্তহীনভাবে যেন তাঁর আজ্ঞাপালন করি।"

নেতৃত্বমনের দক্ষতার জন্য এক সৃষ্টিধর্মী কর্মশালা

২০ জুন ২০০৮। এই নতুন ধরণের কর্মশালার আয়োজন করা হয় ভাদোদ্রা কেন্দ্রে। মূলতঃ নিষ্ঠাবান স্বেচ্ছাসেবীদের জন্যই এর আয়োজন। ২৫ জন স্বেচ্ছাসেবী ও ৩ জন প্রশিক্ষকের জন্য একজন পেশাদার প্রশিক্ষককে এজন্য নিয়োগ করা হয়। চিন্তার কার্যকরী আদান-প্রদান, সমস্যার সৃষ্টিধর্মী সমাধান, লোক ও কাজের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সম্যক জ্ঞান, এবং পরিস্থিতির প্রয়োজনে নেতৃত্বের ভূমিকা — এই ছিল দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বিষয়।

জনজীবনের ভৌতিক সমস্যার সৃষ্টিধর্মী সমাধানের উপায় খোঁজার জন্য অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা করে এবং একে অপরের মধ্যে সেই অভিজ্ঞতা বিনিময় করে প্রাপ্ত শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে বলা হয়েছিল।

সব অংশগ্রহণকারী পরিস্থিতিকে নেতৃত্বের গুণাগুণের সংগে সম্পর্কান্বিত করতে সচেষ্ট হয় যা কিনা মিশনের বিভিন্ন কাজে বিশেষ করে বড় ধরণের উৎসবে খুবই প্রয়োজন।

আমেদাবাদে যুবকদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণ

২২ জুন ২০০৮। "উৎসাহ এক ভিন্ন স্বাদ এনে দেয়"— এই ছিল আঞ্চলিক স্তরে একদিনের কর্মশালার আলোচ্য বিষয়, যাতে গুজরাটের ৪৫ জন যুবক অংশ নেয়। অংশগ্রহণকারীদের পাঁচটি দলে ভাগ করা হয়। মিশনের প্রশিক্ষকরা এবিষয়ে সহায়ক হন। বিভিন্ন ছোট নাটিকা, দলগত আলোচনা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা ও প্রশ্ন-উত্তর পর্ব এই বিষয়ের অঙ্গ ছিল। সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রাতের ভোজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

একটা বিষয় লক্ষণীয় ছিল যে, ঐ দিনের অনুষ্ঠানে প্রবল উৎসাহ, উদ্দীপনা সারাদিনব্যাপী বিরাজমান ছিল যা অনুষ্ঠানের বিষয়সূচীকে অর্থবহ করে তোলে। অগ্রজরা যে অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন তা কোনও ব্যতিক্রম নয়।

নেইভেলিতে আধ্যাত্মিক সমারোহ

নেইভেলি লিগনাইট খনির জন্য পরিচিত। ২৯ জুন ২০০৮ এ এখানকার কেন্দ্রে এক সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় ও নিকটবর্তী কাড্ডালোর, পন্ডিচেরী, ভিল্লুপুরাম, বৃদ্ধাচালম এবং পানরুতি কেন্দ্রগুলি থেকে ১৪০ জন অভ্যাসীও ১৫ জন শিশু এতে অংশ নেন।

প্রেম, সহনশীলতা, প্রতিশ্রুতি ভ্রাতৃত্ববোধ প্রভৃতি বিষয়ের উপর অভ্যাসীদের বক্তৃতার পর তিন 'M'-এর উপর এক কুইজ অনুষ্ঠিত হয়।

অভ্যাসীদের প্রস্তুত করা ছোট নাটিকা ছাড়াও এক অভ্যাসী স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তু ছিল — সহজমার্গ তাদের পারিবারিক জীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলেছে। তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা খুব ফলপ্রসু ছিল। সৎসঙ্গ-এর অর্থ কি — সে বিষয়ে দুজন অভ্যাসীর উপস্থাপনা ও সেই সংক্রান্ত আলোচনা বেশ মনোগ্রাহী ছিল।

প্রশিক্ষণ কার্যসূচী

ধানবাদ

২৮ ও ২৯ জুন কোলকাতা, রাণীগঞ্জ, ধানবাদ, সিন্ধ্রী, বোকারো এবং গিরিডি থেকে ৮০ জন অভ্যাসী দুদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেন। অন্যান্য কেন্দ্রের অভ্যাসী ও প্রশিক্ষকরা ধানবাদের CIC ওয়াই.পি.কে মূর্তিকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন।

প্রথম দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল সাফাই, ধ্যান এবং প্রার্থনা। সন্ধ্যায় এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল যার বিষয় ছিল— "সহজমার্গ পদ্ধতি — জীবনযাপনের এক পথ"। প্রশিক্ষকদের ভাষণের পর উপস্থিত অতিথি ও বক্তাদের মধ্যে এক মনোগ্রাহী ভাবের আদান প্রদান হয়।

দ্বিতীয় দিনের সূচী ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। 'সহজমার্গে যোগদানের আগে ও পরে'— এই বিষয়ের উপর দলগত আলোচনার পর প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। দলগত আলোচনা খুবই সফল হয়েছিল কারণ অভ্যাসীদের প্রবল আন্তরিকতা ছিল। তাদের অভিজ্ঞতা চমৎকারিত্বের প্রকাশে পরিপূর্ণ ছিল এবং সহজমার্গে যোগদানের পর থেকে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে গুরুদেবের উপস্থিতির যে দিব্য প্রকাশ তা তাদের অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট।

তিনসুকিয়া

২৯ জুন ২০০৮। তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, নাজিরা, ডিগবয়, ডুমডুমা, নাহারকাটিয়া, দুলিয়াজান এবং অরুণাচলথেকে ২০০-র অধিক অভ্যাসী তিনসুকিয়া কেন্দ্রে আয়োজিত অভ্যাসী প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল গুরুদেবের বেদনা, নৈতিকতা, ও সহজমার্গ সাধনা। এরপর ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিবেশনা কালীন ভ্রাঃ অশোক সেনগুপ্ত গুরুদেবের শিক্ষা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ 'আমরা যা পাচ্ছি আমাদের উচিত অপরের মধ্যে তা বিতরণ করে দেওয়া'। তিনি গুরুদেবের সম্প্রতি গোয়ায় প্রদত্ত ভাষণের অংশ উল্লেখ করে বলেন - প্রত্যেক অভ্যাসী যদি বছরে একজন করে নতুন অভ্যাসী নিয়ে আসেন তাহলে অনায়াসে একটা কেন্দ্র উন্নত হতে পারে।

বাবুজীর তিনসুকিয়া সফরের ফটো স্লাইডে তুলে ধরে বলা হয় যে, — তিনি একাধিকবার তিনসুকিয়া এসেছিলেন। সেদিন তাঁর যে স্বপ্ন ছিল তা আজও আমরা পূরণ করতে পারিনি। কিন্তু যদি 'এখন এবং এখানেই' আমরা সচেষ্ট হতে পারি তাহলে গুরুদেবের আশীর্বাদে বাবুজী মহারাজের সেই স্বপ্ন সফল করা সম্ভব হবে।

গুলবার্গা

৬ জুলাই গুলবার্গা আশ্রমে নতুন অভ্যাসীদের জন্য একদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সহজমার্গ সাধনার মূল ভিত্তির উপর জোরালো আলোকপাত করা হয়।

বক্তব্যের শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে আরও স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে এবং সাধনা সংক্রান্ত যাবতীয় সন্দেহ দূর করা হয়।

দিল্লী কেন্দ্রে যুব কর্মশালা

৬ জুলাই ২০০৮ এ যেসব অভ্যাসীরা দিল্লীতে এই কর্মশালায় যোগ দেন তাদের কাছে এ ছিল এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। আলোচ্য বিষয় ছিল, "তোমাকে যে সফলতা অর্জন করতে হবে তা এখন এবং এখানেই"। অংশগ্রহণকারীদের আটটি দলে ভাগ করা হয়েছিল। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল— ভারসাম্য, প্রেম, বিশ্বাস, ধৈর্য্য, ইচ্ছাশক্তি, এখানে এবং এখনই, নিয়মানুবর্তীতা এবং সময়। স্বামী-বিবেকানন্দর উদাত্ত আহ্বান "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"-র উপর ভিত্তি করে যুবগোষ্ঠি এক ছোট নাটিকা পরিবেশন করেন।

যুব সমাজের প্রতি গুরুদেবের যে সতর্ক বাণী তা হল, আধুনিক সভ্যতার উচ্চাশার করাল গ্রাসে আধ্যাত্মিকতার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা এবং এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু দিক ব্যক্তি মানসে সতত সঞ্জীবিত রাখা ঃ

বুদ্ধি ভেদভাব সৃষ্টি করে।

মনকে নিয়মানুগ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সহ কাজে লাগাতে হবে।

জীবনের প্রত্যেক দিন আধ্যাত্মিকতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে উচ্চমানের কাজে সঁপে দিতে হবে যাতে জীবন সুখকর হয়।

শিলিগুড়ি

এখানকার কর্মশালায় শিলিগুড়ি ও তার নিকটবর্তী রায়গঞ্জ, দার্জিলিং, বিজনবাড়ি, গ্যাংটক কেন্দ্র থেকে আগত ৫০ জন অভ্যাসীর অন্তরে সহজমার্গ সাধনার খুঁটিনাটি একেবারে গভীরভাবে গেঁথে দেওয়া হয়। সহজমার্গ অভ্যাসের উপর ৭ জুন ও ৮ জুন দুদিন ব্যাপী কর্মশালা শিলিগুড়িস্থিত ঋষি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত সিটিং ও সৎসঙ্গ এর পাশাপাশি রোজকার সাধনা, সতত স্মরণ, এবং দশ-সূত্র-র উপর আলোচনা করা হয়। নতুন অভ্যাসীদের কাছে এই অনুষ্ঠান খুবই ফলপ্রসু হয় কারণ তারা অনেক সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার নিরসন করতে পারে। অনেকে মনে করেন এ হেন কর্মশালা মাঝে মাঝেই হওয়া উচিত।

মুক্ত আলোচনা চক্র

ডিব্রুগড়

২৮ জুন ২০০৮। ডিব্রুগড় কেন্দ্রে ভ্রাঃ ডুঙ্গরমল আগরওয়াল এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করেন। ৩৩ জন উপস্থিত অতিথির মধ্যে ৯ জন ঐ দিনই সহজমার্গে যোগ দেন। এছাড়া আরও কিছু অতিথি শীঘ্র অভ্যাস শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। গৌহাটী কেন্দ্রের ভ্রাঃ অশোক সেনগুপ্ত এই আলোচনা চক্র পরিচালনা করেন।

নন্দয়াল, অন্ধ্রপ্রদেশ

যোগ ও ধ্যানের উপর এক অনুষ্ঠান১৫০ জন শিক্ষকের মধ্যে ননদয়ালের মিউনিসিপাল হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ জুন থেকে ৮ জুন পর্যন্ত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে তা পরিচালনা করা হয়। চাপহীন ভারসাম্য জীবন কিভাবে অতিবাহিত করা সম্ভব সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। ২৬ জুন স্থানীয় পুলৌজি রাও কলেজ অব এডুকেশনে আমাদের অভ্যাসীরা এক কার্যক্রমের আয়োজন করে। "সহজমার্গ সাধনায় ধ্যান কিভাবে শিক্ষকদের উপযোগি হতে পারে এবং ছাত্রদের মধ্যে কিভাবে মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা যেতে পারে তাই ছিল এদিনের আলোচ্য বিষয়। ৬০ জন শিক্ষক এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

মন্দামারী, অন্ধ্রপ্রদেশ

কারমেল হাইস্কুল ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের অনুরোধে ৭০ জন শিক্ষকদের মধ্যে এক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। কিছু অভ্যাসী শিক্ষক ধ্যানের প্রয়োজনীয়তার উপর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। মিশনের প্রার্থনা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভাদোদ্রা, গুজরাট

৬ জুলাই ২০০৮। বরোদা হাইস্কুল সভাকক্ষে ৯০ জন শিক্ষক ও অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ঃ জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন এবং এই প্রসঙ্গে ধ্যানের ভূমিকা, সহজমার্গ সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য ও মানবমনের উপর তার প্রভাব এবং সবশেষে সহজমার্গ সাধনার মাধ্যমে অর্জিত পরিবর্তনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করা হয়।

গুলবার্গা ঃ গ্রামীণ পদক্ষেপ

৬ জুন ২০০৮। আইনোলী গ্রামে এক অভ্যাসীর বাড়িতে প্রায় ২৫ জন অতিথির সমাগম হয়। সহজ মার্গের উপর ভাষণের পর ঐ বিষয়ক প্রশ্নের অবতারণা হয়। ঐ একই অঞ্চলের কনকপুরা গ্রামে আরও একজন অভ্যাসীর বাড়িতে প্রায় ৩৫ জন অতিথি সমবেত হন। মনোরম গ্রাম্য পরিবেশে এই দুই অতিথি সমারোহে সরলভাবে সহজমার্গকে তুলে ধরা হয় এবং তাঁদের মধ্যে নিজেদের বর্তমান অনুশীলন প্রথার উপর সঠিকও নতুন করে চিন্তা করার এক লক্ষণ ফুটে উঠে।

কোদাইকানাল, তামিলনাড়ু

কোদাইকানাল তামিলনাড়ুতে মাদুরাইয়ের এক উপকেন্দ্র। মাদুরাই থেকে আমাদের প্রশিক্ষকরা সেখানে গিয়ে মিশনের কেন্দ্র গড়ে তুলতে সহায়তা করছেন। ১২ জুলাই ২০০৮, ভবন গান্ধী বিদ্যাশ্রম স্কুলে ২৫ জন শিক্ষকের মধ্যে সহজ মার্গে পরিচিতি দেওয়া হয়। স্কুলের অধ্যক্ষ আশ্বাস দেন যে, এ বিষয়ে তিনি তৎপরতা রাখবেন যাতে ইচ্ছুক শিক্ষকরা ধ্যান অভ্যাস শুরু করে। প্রশিক্ষক ভ্রাঃ রামানাথন ও অভ্যাসী ভ্রাঃ চন্দ্রপ্রসাদ এই সমারোহর আয়োজন করেন।

৮ আগষ্ট ২০০৮। কোদাইকানালের শ্রী শঙ্কর বিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে তাদের ২০ জন শিক্ষকের মধ্যে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের জন্য আমাদের মিশনকে আহ্বান করে। সহজ মার্গ বিষয়ে বিশদ উপস্থাপনার পর অধ্যক্ষ স্বয়ং এবং ১০ জন শিক্ষক প্রারম্ভিক সিটিং নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ

৮ জুন ২০০৮। শিলিগুড়ির জেলা পরিষদ সভাকক্ষে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির অভ্যাসীরা এ ব্যাপারে যৌথ উদ্যোগ নেন। স্থানীয় নার্সারী স্কুলের শিশুদের নৃত্য পরিবেশনা দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু। প্রশিক্ষকদের বক্তৃতার পর স্লাইড এর মাধ্যমে সহজমার্গকে তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ৩৫ জন অতিথির প্রায় সকলেই এ বিষয়ে আরও তথ্য জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

জ্যোতির্কেন্দ্র

আমেদাবাদ আশ্রম

আমেদাবাদ গান্ধীনগর সড়ক যোগে যেতে হলে এই নতুন আশ্রম কারও দৃষ্টি এড়াতে পারবে না। গুরুদেব তাঁর বিগত সফরের সময় এই আশ্রমের উদ্‌ঘাটন করেন।

ষড়ভুজাকৃতি এই ধ্যান কক্ষ ভারতে মিশনের অন্যান্য ধ্যানকক্ষের মধ্যে একটি। আধুনিকতার ছাপ পুষ্ট এই নির্মাণ শৈলী নিঃসন্দেহে স্থাপত্যের এক সুচারু নিদর্শন। ৪.৭৫ একর জমির উপর গড়ে উঠা এই আশ্রম আমেদাবাদ শহর থেকে ২৫ কিমি দূরে অবস্থিত। আশ্রম চত্বরে পাঁচটা প্রধান অট্টালিকা, ধ্যানকক্ষ, গুরুদেবের কুটির, বহু শয্যা বিশিষ্ট শয়নাগার, রান্নাঘর, অফিস ইত্যাদি রয়েছে।

ধ্যানকক্ষ

ধ্যানকক্ষের অবয়ব এক নতুন ধরণের জ্যামিতিক আকারের। সিমেন্টের

ঢালাই ছাদ, ষড়ভুজাকৃতি, স্তম্ভ বিহিন বিস্তৃত জায়গা, যাতে গুরুদেবের সশরীরি উপস্থিতি বাধাহীনভাবে চোখে পড়ে। এ হেন আকৃতি প্রবল গরমের সময়েও কম তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক বাতাস চলাচলের অবাধ সুবিধা বিদ্যমান।

ধ্যানকক্ষে ২০০০ অভ্যাসীর বসার জায়গা রয়েছে। প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত ৫০০ অভ্যাসীকে জায়গা দেবার মত ব্যবস্থাও বিদ্যমান।

গুরুদেবের কুটির

নকশা অনুযায়ী গুরুদেবের কুটির তৈরী হয়েছে। বিস্তৃত উঠোনের মধ্যে তাঁর শোবার ঘর অফিস, বসার ঘর, রান্নাঘর, এবং অতিথির জন্য নির্ধারিত ঘর রাখা আছে। এর নকশায় ছাদের সুস্পষ্ট ঢাল ও ভিতরে কাঠের কাজ এবং বাইরে ম্যাঙ্গোলোর টাইলস বসানো হয়েছে।

বহুশয্যাবিশিষ্ট শয়নাগার

সমান মাপের ছটি অংশে বিভক্ত দোতলা এই শয়নাগারে ৭৫০ জন অভ্যাসী আরামে থাকতে পারে।

এর এক প্রান্তে ছোট একটা চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, যা অভ্যাসী চিকিৎসকরা অভ্যাসীদের প্রয়োজনে ও নিকটবর্তী বাসিন্দাদের প্রয়োজনে চালু রাখেন।

ঐ ছটি অংশের একটিতে প্রশিক্ষণ কাজ, সেমিনার পরিচালনার জন্য অডিও ভিসুয়্যাল ব্যবস্থা বিদ্যমান।

রান্নাঘর যথেষ্ট প্রশস্ত এবং তাতে রান্নার সামগ্রী মজুদ রাখার প্রচুর জায়গা আছে। এছাড়া বাসন ধোয়ার পৃথক স্থানও বিদ্যমান। রান্নাঘরের উপরে আশ্রম ম্যানেজারের থাকার ঘর ও সুসজ্জিত অফিসের বন্দোবস্ত আছে।

'L' আকৃতির আবাসন অংশে দোতলা এবং তাতে ছটি দুই শয়নকক্ষের ও ন'টি এক শয়নকক্ষের ঘর আছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

আশ্রমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হল ঃ খাবার জল, শিশুদের খেলার জায়গা, কর্মীদের থাকার চারটি আবাসন, বৃক্ষরোপণ ও অভিজাত গ্রন্থাগার।

বলতে গেলে ভারতে সব আশ্রমের মধ্যে আমেদাবাদ আশ্রম এক রত্ন বিশেষ। গুরুদেবের আশীর্বাদে এই আশ্রম ভারতের এই অংশের মানবকুলের জন্য এক শক্তিশালী আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা উৎস হয়ে উঠবে।

To subscribe to this Newsletter please visit http://www.srcm.org/centers/as/in/newsletter/index.jsp
For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2008 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved.
"Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.
This message may be edited for content and is intended exclusively for the members of SRCM.